অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ । } ২ রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৮ সাল। ১৫ ই জুন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ } ১৮ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২ রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

ফরিদপূর যশোহর কি ঢাকার জজিয়তের অধীনে যাইবে তাহা লইয়া যে আন্দোলনহয় তাহার সব্যস্ত অদ্যাপী হয়নাই লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা তিনি স্বয়ং জেলা পরিদর্শন করিয়া ইহা সাব্যস্ত করেন। আপাতত যশোহরে এডিশনাল জজ ফরিদ পুরের শেসন জজ হইবেন। পেপার সাহেবের শেসন কার্য্যের ভার ?

সরিসৃরিপ দিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে দিবস কয়েকটা সর্পের ডিম্ব ভাঙ্গিলাম অমনি ছানা গুলি হাঁটিয়া চলিল। টিকটিকির ডিম যদি উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় অমনি তাহার মধ্যস্থিত ছানা বাহির হইয়া দৌড় মারে। ইহার নিকট একটি গ্রামে একটি কুমীরের ডিম পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, ছয় মাস পর্য্যন্ত এই রূপ থাকে। একথা কাহার মনে ছিল না, এক দিবস সেই স্থানে কাঠ করিবার নিমিত্ত, কাঠে যে কোপ মারা হয় অমনি মাটির ভিতর হইতে একটী শব্দ হইল। আবার কোপ মারিলে আবার ঐ রূপ শব্দ হইল, ক্রমে অনেকে সেখানে উপস্থিত হইল, ও মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখে দেড় হাত লম্বা এক কুমীরের ছানা ! কচ্ছপ মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে ছয় মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে দেখা গিয়াছে। ডাক্তার ফেরার দেখিয়াছেন একটি সর্প এক বৎসর অনাহারে থাকিয়াও জীবিত ছিল। এদেশে প্রবাদ যে কুম্ভীর অতি বৃহৎ হইলে তাহাদের পদ খসিয়া পড়িয়া যায় ও তাহারা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নদীর তলে পড়িয়া থাকে। কুপ খনন করিতে কি খনি খনন করিতে অনেক সময়ে প্রস্তরের মধ্যে এরূপ ভেক পাওয়া গিয়াছে যাহারা উহার মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কি কষ্টের জীবন !

স্থানাভাবে শেস কর সম্বন্ধে আমরা এবার কিছু অধিক লিখিতে পারিলাম না। তবে একটী কথা বলিয়া রাখি। এই বিল এক মাস পরে পাস হইবে, তাহার এক সপ্তাহ গিয়াছে। আর এক সপ্তাহ চলিল, প্রজা দিগের পক্ষ হইতে এক খানা আবেদন করা কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ রাজ্যের আরম্ভ অবধি কেবল প্রজা দিগের উপর অন্যায় হইয়া আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত প্রজা দিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কিছু করেন নাই, বরং ১৭৯৩ সালে প্রজা দিগের সর্ব্বনাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজের জীবন রক্ষা করেন।

নডাইলের জমিদার গণ তাঁহাদের সম্পত্তি এত কাল পরে ম্যানেজরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে ইহার আভাস দেই। এই ভাগ্যবান ম্যানেজার আর, পি সেজ সাহেব। ইনি পূর্ব্বে ঝিকারগাছা, কাঠগড়া প্রভৃতি স্থানে নীল কুঠির কাজ করেন। সেজ সাহেব ধার্ম্মিক লোক ও গোঁড়া খ্রিষ্টিয়ান, বোধ হয় এই নিমিত্ত তিনি নীল কুঠির কাজ ছাড়েন। যখন ইনি কুঠিয়াল থাকেন তখন ইনি কয়েকটি লোককে খ্রিষ্টিয়ান করেন। সেজ সাহেবের বেতন ৮০০ টাকা হইল, ইহা ব্যতীত তিনি পাথেয় প্রভৃতি পাইবেন। এই কার্য্যটি হওয়াতে বাবুদের মধ্যে আর বিবাদ বিশম্বাদ হওয়ার পথ গেল। সেজ সাহেব কর্ত্তৃক বাবুদের এখন আবার উন্নতি হইবে এরূপ ভরসা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট এত দিন পরে সংবাদ পত্রের ডাক মাশুল কমাইলেন ইহাতে দেশ সমেত লোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ এত দিবস গবর্ণমেণ্ট অন্যায় রূপে প্রকারান্তরে বিদ্যার উপরে কর লইয়া আসিয়াছেন। এই অবধি যে সমুদায় পত্রিকা ১০ তোলার অধিক হইবেনা তাহা দুই পয়শায় ও ২০ তোলা পর্য্যন্ত এক আনায় যাইবে। এবং প্রত্যেক দশতোলায় দুই পয়শা অধিক দিতে হইবে। পত্রিকা সমুদায় যেস্থানে প্রকাশিত হয় সেই স্থান হইতে ডাকে রওনা করিতে হইবে আর পোষ্ট মাষ্টের জেনারেলের আফিসে এই পত্রিকা রেজেষ্টারি করিয়া শিরোনামায়, "রেজিষ্টারি করা" ও রেজিষ্টারির নম্বর মূদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। রেজিষ্টারির নিমিত্ত পোষ্টমাষ্টার জেনেরেলের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তবে সেই আবেদনে এই কএক বিষয় অবগত করাইতে হইবে। পত্রিকার নাম, যে তারিখে ও যতদিন অন্তর প্রকাশিত হয়, পত্রিকার সম্পাদকের নাম, কি পত্রিকার নিমিত্ত যে দায়ী এবং যে ভাষায় পত্রিকা লেখা হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট আর একটা উপকার করিয়াছেন। প্রুফ সিট ও এই হারে যাইবে তবে যেব্যক্তি প্রুফশিট পাঠাইবেন তাহার সম্পূর্ণ নাম উপরে লিখিয়া দিতে হইবে। এই নিয়ম ১ লা আক্টবর হইতে প্রচলিত হইবে।

---

২৭ জ্যৈষ্ট তারিখে জনেক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য জন্তু প্রদর্শন করিতে যশোহরে কোতয়ালিতে আনিয়াছিল। যে ব্যক্তি জন্তুটীকে আনিয়াছিল, সে বলিল তাহাকে শৃগালেয় গর্তের ভিতর পাইয়াছে। জন্তুটী শৃগাল ও কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ঠ। লাঙ্গুল ও মুখ শৃগালের আকৃতি। কিন্তু শরীর ও পদ কুকুরাকৃতি। বর্ণ সম্পুর্ণ রূপে কৃষ্ণ। জন্তুটীকে দেখিলে শাবক বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ প্রায় এক ফুট এবং দৈর্ঘে প্রায় এক হস্ত হইবে। বোধ যয় এই জন্তুটী শৃগালের ঔরসে কুকুরের গর্ভে জন্মিয়া থাকিবে কারণ এরূপ হইয়া থাকে।

অসময়ে বর্ষা আরাম্ভ হওয়াতে এবার জ্বরের ভারি প্রাদূর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। যশোহরে প্রায় বাসায় বাসায় ও ঘরে ঘরে দুটী তিনটী করিয়া জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। জ্বর সামান্য আকারের ও এক্ষণ পর্য্যন্ত সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে নাই। ডাক্তারি চিকীৎসার উপরে লোকের যে কত অশ্রদ্ধা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যশোহরে জারি পাঁচজন উত্তন উত্তম এলোপ্যাথিক ডাক্তার কিন্তু প্রায় সকলেই কবিরাজ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতেছে।

সম্প্রতি সেসন জজের আর্দালি ও এডিসনাল জজে একটা মকদ্দামা হইয়া গিয়াছে ! এডিশনাল জজের গরু সেসন জজের কম্পৌণ্ডের ভিতর যায় জজ সাহেবের আর্‌দালী উহা খোয়াড়ে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে। এডিশনাল জজের হুকুমে তাঁহার চাকরে উহা ছিনাইয়া লয়, এবংতাহাকে মারে। সে ফৌজদারিতে এডিসানাল জজ পেপার সাহেব ও তাহার ভৃত্যের নামে অভিযোগ করে। পেপার সাহেবও তাহার বিরূদ্ধে আর একটা মকর্দ্দামা উত্থাপন করেন। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারি মকর্দ্দামার বিচার হয়। পেপার সাহেবের উত্থাপিত মকর্দ্দামা ডিসমিস হইয়াছে এবং আরদালীর অভিযোগ সপ্রমাণ হওয়ায় পেপার সহেবের পাঁচ টাকা ওচাকরের একটাকা জরিমানা হইয়াছে। বাঙ্গালি এরূপ করিলে তাহার তিন মাস পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইত।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

সেস করের নিমিত্ত রোদন।

তবে সেসকর নিদ্ধারিত হইল ! দেশকে ছারখার করিবার নিমিত্ত আর একটী আগুন প্রজ্জ্বলিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনী শক্তি ভারি কঠোর, উহাকে মুসলমানেরা শত২ বৎসর মনের সাধে নিষ্পীড়ন করিয়া নষ্ট করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত দেশ হইতে কত মণি মুক্ত অর্থ শক্তি সমুদয় অপহৃত হইল এক্ষণও আমরা নির্জীব হই নাই, আমরা নির্দ্ধন বই দরিদ্র হই নাই, দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্ম্মল্য বই দুষ্প্রাপ্য হয় নাই, আমরা দুর্ব্বল বই শক্তি শূন্য হই নাই ফল এবার আমরা অনেককেই চিনিলাম। প্রজার হীনাবস্থা দেখিয়া যে সমুদয় মহাত্মারা উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন তাহাদের জানিলাম, যাহারা প্রজার কষ্টের নিমিত্ত চিরস্থায়ী বন্দবস্তের বিরুদ্ধে চিৎকার করেন তাহাদের চিনিলাম, প্রজার বন্ধু বলিয়া যে দল জমিদারকে ঘৃণা করেন তাহাদিগকেও চিনিলাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমরা লর্ড মেওর গবর্ণমেণ্টকে ভাল করিয়া চিনিলাম ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দ বস্ত আর ১৮৭১ সালের সেসকর এক গবর্ণমেণ্টের কৃত মনে করিলে আমাদের আতঙ্ক হয়। রাজা, যাহার হাতে ঈশ্বর, ধর্ম্ম সত্য ন্যায় রক্ষার ভার দিয়াছেন তিনি যদি প্রয়োজন মত আপন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারেন তবে সংসার চলিবে কেমন করিয়া। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যটি দ্বারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপকে লঘু করিয়া ফেলিলেন, কণ্ট্রাক্ট আইনের মূলে আঘাত করিলেন এবং মনুষ্যকে স্বেচ্ছাচারি হইতে উপদেশ দিলেন। জগত রসাতলে যাইতে পারে, চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংশ হইতে পারে, সবই নষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইংরাজদিগের চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভাঙ্গিবার কলঙ্ক কখন নষ্ট হইবে না। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য দেখিয়া লর্ড কর্ণোয়ালিস স্বর্গ হইতে কি বলিতেছেন, সে সময় যে ইংরাজেরা এই বন্দ বস্তের অনুমোদন করেন তাহারাই বা কি মনে করিতেছেন। তাহারা কি লজ্জায় অধোমুখ হন নাই, তাহারা কি ইংলণ্ডের দুর্গতি দেখিয়া রোদন করিতেছেন না ? এদেশের প্রজার ভারি কষ্ট। ইহারা জমিদার গণ কর্তৃক যথেচ্ছা নিষ্পীড়ত হয়, রাজবিচার এত ব্যয় সাধ্য, সময় সাধ্য, ও জঠিল যে সে আশ্রয় তাহাদের পক্ষে লওয়া একরূপ নিজের সর্ব্বনাস করা, আবার তাহারা সম্পূর্ণ কৃষি উপজীবি। তাহারা একে কৃষি শাস্ত্র জানেনা তাহাতে আবার এদেশে বৃষ্টী রৌদ্র গ্রীষ্ম হিম এরূপ অস্থৈর্য্য ও নিয়ম বহির্ভুত যে প্রতিনিয়ত তাহাদের আহার পানীয়ের নিমিত্ত বিধাতার মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদের এরূপ দুরবস্থা। আবার ইহার উপর নিষ্পীড়ন। ইহারা আবার টাকায় এক পয়সা তর্থাৎ শতকরা ১॥০ টাকা হারে ট্যকস দিবে ! এ ট্যাকস আবার জমিদারেরা আদায় করিবেন ! ইহার নিমিত্ত আবার বাঁকি খাজনার ন্যায় লালিস হইবে ! ইনকম ট্যকস দ্বারা যদি একগুণ অত্যাচার হইয়া থাকে তবে সেশকর দ্বারা অসংখ্যা গুণে নিষ্পীড়ন হইবে। যাহাদের পাচ শত টাকা আয় তাহাদের যদি ৩৶ হারে ট্যাকস দিতে স্ত্রীর বসন ভুষণ গৃহ সজ্জা ও বাসন বিক্রয় করিতে হইয়া থাকে তবে সেসকরের নিমিত্ত প্রজাদিগের আপনাকে বিক্রয়করিতে হইবে। যদি এসেসরগণ পরের নিমিত্ত অত্যাচার করিয়া থাকেন তবে জমিদারের সামান্য কর্ম্ম চরিরা কি করিবে অনুভব করা যায়। যদি সেই সেই জমিদার গণের সহিত বন্দবস্ত ভঙ্গের পাপ ও কলংক ঘাড়ে করিতে হইল, তবে আবার প্রজাদিগের নিকট এ কর লওয়া কেন ? প্রজাদিগের নিকট না লইলে জমিদার গণের নিকট লওয়া যায় না, কেন, তাহাতে দোষ কি ? এমনিও ত মনে মনে আমরাও বুঝিতেছি, রাজ পুরুষ গণও বুঝিতেছেন যে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভঙ্গ করা হইয়াছে। শুনিতে পাই ক্যাম্বেল সাহেব প্রজার বন্ধু, তিনি প্রজার বন্ধুর ন্যায় কায করুন। সেস কর হইতে তাহাদিগকে একেবারে না হয় যত দূর পারেন অব্যাহতি দিউন। ইহা তিনি অনায়াসে রেট কমাইলে, কি প্রজার অংশ কমাইয়া কি নিতান্ত দরিদ্র প্রজা গণকে অব্যাহতি দিয়া করিতে পারেন। প্রত্যেক টাকায় দুই পয়শা, ইহা বহন করা এ দেশীয়দের পক্ষে অসাধ্য হইবে।

সবডিসনাল অফিসর সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন।

নুতন শাসন কর্ত্তার সঙ্গে ২ দেশের মধ্যে অনেক গুলি পরিবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং ক্যাম্বেল সাহেব শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী যদি দূটি পাঁচটি পরিচর্ত্তন করেন তবে তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। পূরাতন ভাঙ্গিয়া নুতন গড়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা বিশেষতঃ শাসন কর্ত্তাদের। অবশ্য অনেক সময় ইহাতে বিস্তর উপকার হইয়া থাকে কিন্তু আবার অনেক সময় শাসনকর্ত্তারা এই রূপে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক ক্যাম্বেল সাহেব সম্প্রতি দুটি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার একটী সম্বন্ধে আমরা মতামত প্রকাশ করিয়াছি। আর একটির বিষয় অদ্য আমরা যৎকিঞ্চিৎ লিখিব।

ক্যাম্বেল সাহেব সব ডিবিসন ভার প্রাপ্ত অধস্থ মাজিষ্ট্রেট দিগের ক্ষমতা ন্যুন করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ডেপুটিদিগের একরূপ কোন ক্ষমতাই থাকিল না, জেলার মাজিষ্ট্রেটের সম্পুর্ণ অধীন হইয়া ইহাঁদের থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ মাজিষ্ট্রেট মকর্দ্দমা সকল বিলি করিয়া দিবেন ও ডেপুটিদিগের সেই সকল মকর্দ্দমা বিচার করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেটকে নাজানাইয়া সবডিবিসন মাজিষ্ট্রেটরা গুরুতর মকর্দ্দমা করিতে পারিবেন না। পুলিশ যদি খুন কি ডাকাইতি সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন তবে তাহারা তাহা তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেটকে জনইবেন ও তাঁহার হুকম না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ মকর্দ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে যে কত অসুবিধা হইবে তাহা বলা যায় না। ডাকাইতি প্রভৃতি গুরুতর মকর্দ্দমায় বিশেষ দ্রুত কার্য্য কারিতা চাই, ইহাতে যত বিলম্ব করা যায় তত মকর্দ্দমা কাঁটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেক সব ডিবিসন সদর ষ্টেসন হইতে প্রায় দূই তিন দিনের পথ এবং মাজিষ্ট্রেটের হুকুম আসিতে প্রায় দশ বার দিন লাগিবে, সুতরাং এই বিলম্বে বিস্তর মকর্দ্দমা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন যে, মাজিষ্ট্রেটরা ডেপুটিদিগের হস্তে মকর্দ্দমা বিলি করিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ফৌজদারী মকর্দ্দমার বেশী ভাগ করিতে হইবে। এক্ষণ বাঁকি খাজনা সংক্রান্ত মকর্দ্দমা ইহাঁদের করিতে হয় না, সুতরাং ইহারা অনায়াসে বিস্তর ফৌজদারী মকর্দ্দমা করিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা জানিনা মাজিষ্ট্রেটরা কার্য্যতঃ ইহার কত দুর করিয়া উঠিতে পারিবেন। রেবিনিউ মকর্দ্দমা যদিও ইহাদিগের করিতে হয় না, কিন্তু এখনও ইহাদের হাতে এত কাজ ও একসিকিউটিব বিভাগে এত কাজ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে কোন মকর্দ্দমা করার সময় প্রায় ইহাদের নাই। ক্যাম্বেল সাহেবের বর্ত্তমান সারকুলার অনুসারে আবার তাহাদের কতক গুলি নুতন কাজ বাড়িল। সুতরাং তাঁহারা জুডিসিয়াল কি নন-জুডিসিয়াল কোন কার্য্যই সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। আবার জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রিট দিগের কর্ত্তৃক বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু নুতন সারকুলার অনুসারে জাইণ্ট দিগকে সদরে রাখা হইবে না, তাঁহারা সব ডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হইবেন। ইহাত দুটি ক্ষতি হইতেছে। প্রথম ডেপুটিদিগের উপর অন্যায় করা হইতেছে। কার্য্য দক্ষ ডেপুটী দিগকেই সব ডিবিসনের ভার দেওয়ার রীতি ছিল ও ইহা দ্বারা তাহাদের গুণের সম্মান ও পদের গৌরব বৃদ্ধি করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে তাহাদিগকে প্রকারান্তরে ইহা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ জাইণ্ট দিগের পরিবর্ত্তে আসিষ্টাণ্টেরা সদরে থাকিবেন। ইহাদিগের

জাইন্টদের ন্যায় কার্য্য অভিজ্ঞতা থাকার সম্ভাবনা নাই, কাজেই মাজিষ্ট্রেটগণ ইহাদিগের দ্বারা অতি কম সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এ দিকে অধস্থ মাজিষ্ট্রেট গণ প্রায় আমলা স্বরূপ হইয়া উঠিবেন। ইহাদের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "সব ডিবিসনাল আফিসর দিগের সম্পূর্ণরূপে মাজিষ্ট্রেট দিগের অধীনে থাকিতে হইবে কেহ অবাধ্য হইলে তিনি দণ্ড গ্রস্ত হইবেন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এসম্বন্ধে কোন হস্ত ক্ষেপ করিবেন না" ডিষ্ট্রিক্ট ও সুবারডিনেট মাজিষ্ট্রেট দিগের সহিত এরূপ সম্বন্ধ হইলে কখনই সুখ প্রদ ফল উৎপত্তি হইবেনা সুবারডিনেট মাজিষ্ট্রেটের পদটি কম সন্মান সুচক নয় সুতরাং সুবারডিনেট মাজিষ্ট্রেটদিগের কতকটা স্বাধিনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন অনেক অধস্থ মাজিষ্ট্রেট আছেন যাহারা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও কার্য্য দক্ষ ইহাদের পরস্পর বিবাদ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এমত অবস্থায় যদি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ইহাঁদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হন, তবে কি প্রকারে সুবরডিনেট মাজিষ্ট্রেটরা আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন? আমরা বোধ করি এরূপ বিবাদ অনেক স্থলেই বাধিবে। সব ডিবিসনাল আফিসার সংক্রান্ত এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ কিছু লাভ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা ভরসা করি ক্যাম্বেল সাহেব পুনরায় বিশেষ মনোযোগ করিয়া এটি পর্য্যালোচনা করিবেন।

MR SEWARD AND INDIAN TAXATION— THE AMERICAN Statesman Mr. Seward who lately came to this country while in the Punjab is said to have inqured of a District Officer how it was that a people so turbulent under Native Rule could be so quiet under a foreign Rule. The reply was that while the Native Princes took Rs 6 the British Government was satisfoed with only Rs 2 per head as taxation, the people prefer to pay less and accept the British Rule. The American has therefore gone with the impression in his mind that India is very lightly taxed and that the people are quite contented under their European masters. We have thus lost a great chance of provoking adverse criticism regarding the Government of our country in America. Himself a most noble minded anti-slavery man, an inhabitant of the "model Republic" a deeper insight into the condition of the country and the people would have led him to form no doubt a very different opinion and to recommend us to the good graces of our Rulers. What we say is lost in the winds, we simply cry in the wilderness, but the remarks of a rival nation cannot be trifled with. The English people gave liberty to the slaves and this galled the Americans. The unfortunate condition of the blacks moved no doubt many an American, but this alone could have not procured their liberation. It was the transcedental generosity of the English to their slaves that had to do a great deal to foment the last struggle in America. Thus if there is a rivalry between nations regarding their wealth, power and intelligence, there is also a rivalry regarding their goodness, generosity and Justice. Would England like to be taunted with oppression and injustice? Proud and haughty as the English people are they would feel it most deeply. Would England like to be charged before the whole world that she is not as good to India as she should be, she would prefer to fight with the whole world for such a calumny. No, England could bear no reproaches, she is too proud for that. Besides all the rival nations of England are jealous of her for her vast Indian possessions. Any scandal regarding India is very welcome to them and thus in Mr. Seward we have lost great opportumty of seeing some of our grievances removed.

Now let us closely examine the statement that the people under the Native States pay 6 Rs per head as taxation while we pay 2. The population of British India is estimated at 150 millions and that of the Native States 48 millions. If we divi de 52 millions of pound the Revenue of the Empire by 150 millions the quotient will be about 3 Rs. 8 as, the amount paid by each inhabitant of British India. The statement therefore that the Natives under British, Rule pay 2 Rs. per head as taxation is manifestly false. Take another instance that of Bengal with which we are chiefly concerned. The population of Bengal is estimated at 40 millions, and the Revenue is 17 millions, this leaves about 4 Rs. 4 as per head in Bengal. So much for one part of the statement, let us look to the other. The population of the states under Native Rule is estimated at 48 millions and if 6 Rs. per head were raised as tax the total Reveneu of the Native states would be 6 × 48 mill ons of Rupees or 29 millions pound sterling. This is *prima facie*, false. But the following table will in one glance show how much the Native Rulers take frim their people.

State	population	Annual Income in Rs
Tavancore	1,262,647	4,480,630
Puttialla	1,586,000	3,000,000
Udaypore	1,161,140	2,661,270
Joypore	1,900,000	5,000,000
Joudhpor	1,783,600	3,500,000
Ulwar	1,000,000	2,000,000
Sindia	2,500,000	1,109,100

From the above statement taken from Governmeut records the taxation per head in the principal Native states will stand thus:—

Travancore 3 Rs. 12 as; Puttialla 1 Rs. 14 as; Udoypore 2 Rs. Joypore 2 Rs. 10 as; Joudpore 2 Rs.; Ulwar 2 Rs; and Sindia 7 as per head. We shall be glad to know whence the statement that the Native states levy a taxation 6 Rs. per head. It is simply untrue. Travancore the most heavily taxed of all Native states pays 3 Rs. 12 as per head much less than Bengal but Sindia demands only 7 as and generally the Native Rulers do not charge more than 3 Rs. per head. So much for the other part of the statement.

But one important fact we must not forget, India is a poor country perhaps the poorest upon the face of the earth. Mr Grant Duff states that the income of the people of India is 2 pound per head per year and that of England about 30 £; or in other wards England is about 15 times richer than India. In England the taxation per head is about 23 Rs. or about 7 times than that of India where the taxation is as we have shown about 3 Rs. 8 as per head. Thus England being about 15 times richer than Indian and being the most heavily taxed of all countries United States excepted, pays only half or less than half of what is taken from the Indians. According to this view India is more heavily taxed than even the United States, or is the most heavily taxed of all countries in the globe. But there is another most important fact to which we beg to draw especial attention. *The Reveneues of India are not spent on the country.* It is in this respect that India is most unfortunate. It is this which feeds upon the vitals of the country, it is this which makes India so poor and is making her poorer and poorer. If the Native Chiefs had actully exacted 6 Rs or double or treble the amount per head from their subjects spend as they do their revenues on their own States it would not tell upon the general prosperity of the country. But we have shown that the British India Government tax their subjects more heavily and spend about one third of the whole Revenue in England. We have no objection to be taxed more heavily than the Americans, if the tax were spent here. It would be a mercy for which we would be thankful. Obliged as we are to England in many respects, here we owe no obligation to her. On the contrary what we pay is more than we can conevniently pay and a large portion of what we pay is taken out of this country never to be returned. The Natives are more quiet under British rule, that is true, but this quietness does not exactly proceed from contentment.

PETILION FOR A ROYAL COMMISSION— We have already announced the future of the Petition, it has been simply thrown away. That petition which was drawn up with so much care, and signed by both Europeans and Natives, Zemindars and Ryots could not even excite a discussion in the

Upper House. Under the influence of hope people can patiently suffier a great deal, that hope is gone. The fate of the Petition which the people fondly hoped would alleviate some of their sufferings has thrown them into a state of despair. When oppressed by Indian Officials they can but go to England, and it England turns her back, they have only to suffer in silence or to fight for their privileges. But as the Anglo-Indians will never go with them so far and as fighting would make things worse, it behoves our countrymen to suffer with fortitude and wait for better times. It will at least chasten their feelings, teach them meekness and forbearance and prepare them for a better world.

The Marquis of Salisbury who presented the petition opposed it on grounds which wthout satisfying the Undestanding provoke by their sanctimonious tone. Referring to the prayer of the people to have representations in the Imperial Council the Noble Lord says "that any attempt to introduce a representative system into the Legislative council would have the fatal effect of subjecting the Government of India to the influence of a narrow, though influential class consisting partially of Englishmen and partially of Natives, but wholly distinct from the mass of the people, the responsibility now borne by England in the face ot the world as regarded Indian administration being thus seriously diminished without any other responsibility being substituted for it.

Was it from this deep sense ot responsibility that the mass of the people were left at the tender mercy of the Zemindars in 1793? Was it from this that the Zemindars were let loose to plunder the Ryots on the condition of their paying a share of this booty to Government. Was it from this a duty upon a necessary, was imposed and yearly being enhanced? Was it for the benefit of the mass that a high stamp duty was imposed? Was it for this that a local rating in Bengal was introduced to ruin the Ryots already completely plundered? My Lord Marquis cannot trust the Natives and Anglo-Indians it is but meet that he should inquire whether the Natives and Anglo-Indians trust him and his class. Already the Natives who can speak and Englishmen who alone can speak with authority on Indian subjects have spoken against the present system of Government that is something remains now to probe the opinion of the dumb million.

Who are these dumb millions pray? They are our relation, our countrymen, our co-religionists Lord Salisbury cannot trust them with Natives and Anglo-Indians, how can *we* trust them with foreigners and aliens residing at a distance of ten thousand miles? His grace the State secretary in supporting the Marquis said that if the prayers contained in the petition were granted it would be passing vote of censure on the India and Home Government. Now as His grace is at the head of the Home Government, this opposition on his part was not atleast modest and disinterested According to His grace then the interest of 200 milllons is nothing to his reputation. The Duke claimed such a consideration for his individual reputation from the House and the upper House granted it. But there was another expression of the Duke's which has well nigh stunned us. He said that it is a cardinal point of the policy of the Home Government to uphold the Viceroy in all his measures. And was it for this that the Ajmere case was thus decided? The expression of the Duke amounts to this: the Viceroy may do whatever he pleases, he may burn, sack and kill, and if the people protest against these oppressions, the policy of the Home Government is to support him. The Home Government is not to look whether the complaints of the people are just or not it is not to do justice and help goodness but to support the Governor General of India. A nation which has sunk so low ought not to taunt the Natives for their lying propensities and cunning, but we believe the Duke inadvertently libelled his own nation. Hastings was a Governor General but he was prosecuted by the British people themselves. Is there no one man in India who can go to England and rouse the sleeping conscience of the nation?

The Case of Jeebonee Boonanee—Elsewhere we give a summary of this young girl's case as we find in the records. It appears, that Geebonee instituted a suit in the Small cause bowrt Jheneda against Mr. Waller Assistant magistrate of that place tor a certain sum of money which as she alleged Mr Waller had agreed to pay her. This suit was dismissed. A few days after the mother of the girl made a declaration on oath before the Magistrate of Jessore to the effect that while she and her daughter were dining on the 15 th day of Joisht, Nobo Constable entered their house forcibly and carried her daughter before the magistrate who has placed her in Hajut. The Magistate directed her release, but Mr Waller having failed to comply with the requisition of the Magistrate the mother of the girl again appeared before Mr Park. The Magisract gave a similar order and the girl was released, who immediatedly appeared before the Magistrate, and in a declaration on oath, she corroborated the statements of his mother adding at the same that after being taken from her house she was confined in a room, where Hem Lahoree the clerk of Mr Waller and others beat her with a ruler till she lost her senses. They then took her before Mr Waller and where she was made to declare something which she did thro fear and then she was placed in *Hajut*. Mr Park inquired what she wanted, she said she wanted money in accordance with the agreement with Mr Waller. The magistrate said you want nothing else? No, replied the girl whereupon the Magistrate dismissed the case. She has again submitted a petition correcting her statement upon which the Magistrate has passed no orders.

This case, it is needless to say has thrown the whole District into a ferment. Mr Park has shown a commendable spirit of keeping himself aloof from such an unclean case. His hurry to dismiss the case upon the ambiguous statement of a girl of the Boona class shows that he was not much willing to conduct it. But what was the object of the query, we do not clearly understand. Is it customary with Mr Park to enquire of every complaint what he wants? A man comes and complains before him that he was forcibly confined, and does Mr Pork inquire, "well my good man, what of that, what do you want" The very complaint shows he wants justice! We will not do the injustice of thinking that the question put by Mr park ws a trap, for his reputation for impartiality stands unimpeached, but we entirely deprecate the manner in which such an important case was dismissed. What if the girl simply wanted money would that satisfy the public, Mr Park or justice In justice to the girl. Mr Waller and the Public the case ought to have been conducted with vigour and energy to drag the truth to light. The charges against Mr Waller are very serious which if proved would not only incapacitate him to hold Government Posts any longer, but subject him to the rigours of the law. We have nothing to do with the scandal, but some of the charges against him have been actually proved. That he himself stood prosecutor and Judge is admitted, he actually put the girl in Hajut from which he refused to release even in defiance of the orders of Mr Pork! As a gentleman if he was wronged he adopted a most despicable course to avenge himself and as a Magistrate he took most unwarrantable steps. Mr Waller is certainly to our view guilty of confining the girl illegally at least from the date of the magistrate orders till her release. The trial of the countercharge ot Waller comes in today, we trust Mr Pork will see the necessity of sifting the matter thoroughly nothing less will satisfy the public and it onght not to satisfy Mr Waller himself, he should not be afraid of a public trial it innocent. If the girl has actually libelled Mr Waller it will give us great satisfaction to record that she and her instigators

125

have been punished according to their deserts. We can fully understand the defficulty into which Mr Park has been thrown we believe the best thing for him would be to commit both the parties to Sessions. The new judge is one of the best of men that Jessors ever saw and Mr Park can confide these cases in his hands.

আমরা জীবনী বুনানীর মোকর্দ্দামা সংক্রান্ত কাগজ অবিকল নিম্নে প্রকাশ করিলাম প্রথমতঃ জীবনীর মাতা কৃষ্ণমনী ও ধর্ম্ম পিতা ধনাই দরজি যশোরের মাজিস্ট্রেটের নিকট ওয়ালার সাহেবের নামে ইহাই বলিয়া নালিস করে।

আমারদিগের কন্যা জীবন বুনানীকে ঝিনাই দহ মহকুমার আসিষটাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তওয়াল সাহেব গত পৌষমাসের ১৫ তারিখ হইতে মাসিক ২০ টাকা বেতনেও ছাড়িয়া দেওয়া কালিন এক কালিন ৫০ টাকা দিবেন সর্ত্তে উপ পত্নিস্বরুপ রাখিয়া বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে সমুদায় বেতনাদি না দিয়া ত্যাগ করায় কন্যা মজকুর উচিত পাওনা মোসাহেদি টাকার দাবিতে সাহেব বাহাদুরের নামে তথকার ছোটআদালতে নালিস করায় সাহেব মৌছুক রাগত হইয়া গত ৬ই জ্যেষ্ঠ তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় কন্যা মজকুরা আপন বাটীতে আহার করিতে থাকায় নবকুমার কনেস্টবলের দ্বারা বল প্রকাশও অনধিকার প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া জবরান পাকড়া করিয়া প্রথমে নিজ কামরার মধ্যে বন্দ করিয়া রাখে তথায় সাহেব বাহাদুরের ক্লার্ক শ্রীহেমচন্দ্র লাহিড়ি দিগর বলও ছলনা দ্বারা তাহাকে অন্যায় রূপে লওয়াইয়া পরে কাছারিতে আগমন করত তাহাকে কিবলাইয়া লইয়া তাহার কলম বন্দ করিয়া লইয়াছেন পরে কয়েক দিবস পয্যন্ত বেআইনি মত হাজতে দিয়া কয়েদ রাখিয়াছেন., ইত্যাদি

এই দরখাস্ত করিয়াও তাহার কন্যা হাজত হইতে খালাস না পাওয়াতে সে পুনর্ব্বার মাজিস্ট্রেটের নিকট দ্বিতীয় দরখাস্ত করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া জীবনী বুনানীকে হাজত হইতে মুক্ত করিবার আদেশ ওয়ালার সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। এবং জীবনী খালাস হইয়া নিম্নের দরখাস্ত এখানকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করে।

সবডিবিসন ঝিনাইদহের এসিস্টান্ট মা ওয়ালর সাহেব গত পৌষ মাসের ১৫ তারিখহইতে আমাকে মাসিক বেতন ধায্য ওপরিত্যাগ করা কালে অতিরিক্ত ৫০ টাকা দেওন সর্ত্তে উপ পত্নী রাখিয়া তদন্তর পরিত্যাগ করায় আমি প্রাপ্ত মাহিয়ানা ইত্যাদি বাবত ঝিনই দয়র ছোট আদালতেরীত্যনুযায়ী নালিস রুজু করায় সাহেব মৌখিক তদাক্রোষে গত৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় আপন বাটির ঘরের মধ্যে বসিয়া আহার করিতে ছিলাম ইতি মধ্যে নবকুমার নামক এক ব্যক্তি কনেস্টবল অনধিকার প্রবেশে ঘরের মধ্য যাইয়া জোরের সাত আমাকে পাকড়া এবং বল পূর্ব্বক ছোট আদালতের হেডক্লার্ক বাবু প্রভৃতি বহুতর প্রধান ব্যক্তির সম্মুখদিয়া প্রথমতঃ সাহেব বাহাদুরের কামরার মধ্যে সাহেবের সম্মুখে লইয়া কামরার মধ্যে দরওয়াজা বন্দকরিয়া আমার প্রতি সাহেব মৌছুক নানা ভয় প্রদর্শন এবং স্তুতিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপশ্চাৎ হেডক্লর্ক হেমচন্দ্র লাহিড়িও মতিলাল চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় ক্লার্কও কোর্ট ইনেস্পেক্টর প্রভৃতিকে ডাকাইয়া আমাকে সমুচিত শাস্তি করার জন্য তাহারদিগের জিম্বা করায় উক্ত হেড ক্লার্ক প্রভৃতি কাছারি ঘরে গোপন স্থানে লইয়া দরজা বন্দ করনান্তর উক্ত হেড ক্লার্ক একরুল হস্তে করিয়া আমাকে মার পিট যথোচিত নিয্যাতন করায় আমি জ্ঞান শূন্য প্রায় হইলাম আমাকে সাহেব মৌছুকের সম্মুখে লইয়া এক কাগজে কিরূপ কলম বন্দ করিয়া লওনান্তে তৎক্ষণাৎ অন্যায় মতে আমাকে হাজতে কারা রুদ্ধ করায় অসহ্য নিয্যাতনে আমি বেহুস ওপীড়িতাবস্থায় ছিলাম এইক্ষণতক সেই কষ্টের পীড়ায় পীড়িত আছি। কোনমতে আমাকে কয়েদ হইতে মুক্তি না দেওয়ায় আমার মাতা শ্রীকৃষ্ণমনীও ধর্ম্ম পিতা ধনাই দরজি হুজুরে হাজির আসিয়া গত ৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে এতাবত বৃত্তান্ত যুক্তে দরখাস্ত করায় সাহেবের নিকট কৈফিয়ত তলব এবং আমাকে কয়েদ হইতে খালাস দেওয়ার হুকুম প্রচার সত্ত্বেও জামিন দাখিলি ইত্যাদি নানা প্রস্তাবে পুর্ব্ববৎ আবদ্ধ রাখিয়া পরিশেষে বিনা কারণে আমি দুঃখী মনুষ্য আমার নিকট১০০০ টাকার জামিন তলবকরায় আমি জীবনের আশঙ্কায় আপন পীড়ামাত্র দ্বারা সর্ব্বস্বান্তে জামিনের খরচ পত্র সংগ্রহকরিয়া কয়েক ব্যক্তি হাজির জামিন দাখিল করিয়া গত২১ জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে খালাস প্রাপ্ত হইয়াছি" ইত্যাদি।

এই দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৫ই জুন সোমবার মোকদ্দমা বিচারের দিন নির্দ্ধারিত করেন। সেই দিবস আমরা শুনিলাম ওয়ালার সাহেবকেও এখানে আহ্বান করেন। সাহেব বিচারের দিন উপস্থিত হন না। জীবনীর এজাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেব গ্রহণ করেন। জীবনী প্রথম মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণনা করে। পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার দাবির স্থুল কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে আমি ওয়ালার সাহেবের নিকট টাকার দাবি রাখি। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাতে বলেন যে মোকদ্দমা এ আদালতে চলিতে পারে না। জীবনী এই কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রের নিকট আপন ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক আর এক খণ্ড দরখাস্ত অর্পণ করিয়াছে। এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৫ জুন নথির সামিল পেষ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন।

ওয়ালার সাহেব তাঁহার নামে জীবনী মিথ্যা নালিস করিয়াছে বলিয়া এক মোকদ্দমা ফৌজদারিতে উপস্থিত করিয়াছেন। এ মোকদ্দমার বিচার ১৫ই জুন হইবেক। আমরা এই ক্ষণ মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মত প্রকাশ করিব না। কেবল ওয়ালার সাহেবের নামে যে অভিযোগটি হইয়াছে সেটি অত্যন্ত গুরুতর। অতএব আমরা ভরসা করি বিচার পক্ষে সেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান যেনলওয়া হয়।

নড়ালের বাবু দিগের পক্ষ হইতে এক জন ওয়ালার সাহেবের নামে ১টি চার্জ দিয়া এক খণ্ড আবেদন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট করিয়াছে। আমরা আগামিতে তাহার চুম্বুক প্রকাশ করিব!

সংবাদ

এডুকেশন গেজেটের সংবাদ দাতা বলেন, রাজসাহী বিভাগ।—দিনাজ পুরের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, 'দিনাজপুর রাজ ধানীর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন সিংহ ও অত্রত্য অন্যতর প্রসিদ্ধ ভুম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব মহাশয় দ্বয়ের যত্নে ও ব্যয়ে গত ১লা মে হইতে ৭ই পর্য্যন্ত রাজ বাটির সম্মুখবর্ত্তী ভুভাগে একটি কৃষি প্রদর্শনী মেলা হইয়া গিয়াছে। এ জেলাস্থ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি বিধান জন্য উৎসাহ প্রদানই এই মেলার উদ্দেশ্য; তদনুসারে প্রদর্শন স্থলে কেবল এই জেলার কৃষি ও শিল্পজাত নানা বিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়া ছিল। মেলা স্থলে ইউরোপীয় এবং স্থানীয় ভদ্র লোক মাত্রেই সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মেলার কার্য্য প্রণালী ও প্রদর্শিত দ্রব্যজাত দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। মেলা স্থলে যে২ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটি প্রতিমূর্ত্তি, গজদন্ত নির্ম্মিত হস্ত এবং পাছ কাটা কাঁচী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুত্তলিকাটি এরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, দেখিলে ইহা এ দেশজাত বলিয়া কোন ক্রমেই বোধ হয় না। শুনিতে পাইলাম জজ, মাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেব নাকি উল্লিখিত দ্রব্যত্রয়ের নির্ম্মাতা দিগকে বিশেষ পুরস্কৃত করিয়াছেন। মেলার শেষ দিবস অপরাহ্ণ ষষ্ট ঘটিকার সময় একটী সভা হয়, সভা স্থলে ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও রাজ পুরুষগণ এবং স্থানীয় অনেকানেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। কৃষি শিল্প ব্যবসায়ী দিগকে উৎসাহ দেওয়াই এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য।

'পর দিবস প্রাতে জজ সাহেব মেলা স্থলের কয়েক খান আলেখ্য (ফটগ্রাফ) প্রস্তুত করেন; এবং মেলার অধ্যক্ষ ও সভ্য দিগকে এক২ খান প্রদান করেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, এই মেলার কার্য্যে অন্যুন ২০০০ দুই হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ক্ষেত্র মোহন বাবু ও রাধা গোবিন্দ বাবু এই সমুদায় টাকা দিয়াছেন।

দিনাজ পুরের উন্নতির জন্য ক্ষেত্র মোহন বাবু যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে রাইগঞ্জ নামক স্থানে একটি ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই দুই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি রাজ সরকার হইতে মাসিক ৬৪ টাকা দিয়া থাকেন। বালিকা বিদ্যালয়ের ভার এক জন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হস্তে ন্যস্ত আছে। শিক্ষয়িত্রী ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষিতা হইয়াছেন। তাঁহার শিল্প কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে।

—সোম প্রকাশ বলেন, অদ্য বহুবাজারের চৌমাথা দিয়া এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটি গোরা তাহার হস্ত হইতে খাবারের ঠোঙ্গাটি কাড়িয়া লইয়া এক খানি খাস্তর কচুরী মুখে দিয়য়া থুথু করিয়া সমস্ত সামগ্রীই ফেলিয়া দিল। ঐ ব্যক্তি উহার মুল্যের নিমিত্ত আপত্তি করাতে ঐ মহাপুরুষ তাহার মুখে বিরাশি সিক্কায় একটি চপেটাঘাত করিয়া লাল বাজারের অভিমুখে চলিয়া গেল। কর্ম্মহীন লোকারদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার আইনের কি হইল?

—ফরিদপুর জেলের জমীর নামক যে কয়েদী নেটিব ডাক্তার পঞ্চানন বিশ্বাসের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র হইতে ডাক্তার বসুকে রক্ষা করিয়াছে, তাহার মেয়াদের প্রত্যেক বৎসর হইতে দুইমাস করিয়া সময় বাদ

দিবার নিমিত্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত কয়েদী ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের আদিষ্ট হইয়াছিল। পঞ্চাননের বিরুদ্ধে ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ডাক্তার বসু এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট অপরাধীর যথার্থ দণ্ড দেন নাই; এজন্য ডাক্তার বসু কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করাতে গবর্ণমেণ্ট ঢাকার কমিসর সাহেবের রিপোর্ট ও সিবিল সারজন ডাক্তার বসুর ফৌজদারী অভিযোগের সমস্ত কাগজ পত্র চাহিয়াছেন। এই ঘটনায় সর্ব্বসারাধণে দুটি বিষয় জ্ঞাত হইলেন। প্রথম, জেলে থাকিয়া সচ্চরিত্রতা দেখাতে পারিলে কয়েদীগণও মুক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়, ডাক্তার বসু সদৃশ তেজস্বী পুরুষের হাতে পড়িয়া মাজিষ্ট্রেট কেলি সাহেবও কিছু শিক্ষা পাইলেন।

শ্রীযুক্তজ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল লিখিয়াছেন—বারুইপুরের এক জন জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার রায়চৌধুরি এই ১২, ১৩ বৎসর হইতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রাভদ্র দীন হীন ব্যক্তি দিগকে চিকিৎসা ঔষধি বিতরণ করিয়া আশিতেছেন, এতৎব্যতিত কখন২ নিজ বাটিতে রোগীকে স্থান দিয়াও পথ্য দিয়া থাকেন। বসন্ত বাবুর গুণের পরিচয় অধিক কি লিখিব, নিজ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলেও কোন ব্যক্তি কাহার পীডার সংবাদ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার্থ বহির্গত হন। বারুইপুর বাসীরা তাহার উপকারে উপকৃত হইয়া তাহাকে অভিনন্দন পত্র সহ একটি স্বর্ণ ঘড়ি ও চেইন উপহার দিতেছেন; যদিও তাহা তাহার কার্য্যের উপযুক্ত পুরুস্কার নহে, তথাপি গ্রাম বাসীরা যে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছেন তাহার প্রমাণ, সন্দেহ নাই। রেভারেণ্ডড্রু (Drew) রেঃ হেরিসন (Harrison) ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমা চন্দ্র পাল এবং হেড মাষ্টার বাবু বিষ্ণু চরণ মিত্র মহাশয়দিগের বিশে লদ্যেগে এই কার্য্যটি হইতেছে।

—এখানে প্রায় মাসাবধি যাবত প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে ফসলের উপকার হইতেছে। কিন্তু অগ্রিম বর্ষা প্রযুক্ত বোধ হয় এখানে জ্বর রোগের এত প্রদুর্ভাব হইতেছে।

—অদ ইউরোপীয় দিগের সংখ্যা গ্রহণ করা হইবে।

—কেহ২ বলিয়াছেন, প্রাচীন কালের হিন্দুর, সুচি কর্ম্ম করিতেন না। কিন্তু বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র, এসিয়াটিক সোসাইটির নিকট তাহার বিপরীত বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাচীন কালের হিন্দু দিগের মধ্যে সুচিকর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

—হিন্দু হিতৈষিনী বলেন রাজ মোহন চক্রবর্ত্তি নামক একব্যক্তি এক জন মুসলমান মুন্সীর সহিত হিন্দুও মোসলমান উভয় ধর্ম্মের কোনটি উৎকৃষ্ট এবিষয়ের তর্ক করেন, মুন্সী চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন "তোমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও আমাকে হিন্দু করিতে পার না, কিন্তু আমি এই ক্ষণেই তোমাকে মুসলমান করিতে পারি, সুতরাং এতদ্বারাই কোন ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট এবং প্রবল তাহা বুঝিতে পার।" চক্রবর্ত্তী এই সার কথাতেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যবন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের একাগ্রতা মন্দ নয়।

খুলনিয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

—আমি অতীব দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে আমাদের খুলনিয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হুইটমোর মোর সাহেব এখান হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। যদি ইনি অল্পকাল এদেশে আসিয়া এমহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথাপি ইহাঁর সদ্বিচারে প্রায় সকল লোকেই সন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং ইহার স্থানান্তরিত সংবাদ এমহকুমার সকল লোকে যে দুঃখিত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের খুলনিয়া মুনসেফী আদালতের বহুতর মকদ্দমা রুজু হয়। মুনসেফ বাবু কেদারেশ্বর রায় সাতিশয় পরিশ্রম করিলেও তিন জন মুনসফের কার্য্য এক ব্যক্তি দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কোন মতে সম্ভাব্য নহে। অতএব আমরা কর্ত্তৃপক্ষ গণকে অনুরোধ করি খুলনিয়ার মুনসেফের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রজা পুঞ্জের ক্লেশ নিবারণ করুন।

সেনহাটিতে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন বাকী নাই যেখানে অন্যুন ৩। ৪টি রোগী না আছে। কোন২ বাটিতে ৬। ৭টি অথবা ততোধিক অর্থ্যস্তরআছে। আমাদের প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে শীঘ্র এক জন ডাক্তার ও কিছু ঔষধ এখানে পাঠান।

—বীর ভূমের পোষ্টমাষ্টার রামকল্যান সেনের, যাহাকে লইয়া এত গোল ও যাঁহার মকর্দ্দমা করিতে বাবু দীন বন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর বীরভূমে এত কাল ছিলেন, পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর মিয়াদ হইহইয়াছে। ওঅঞ্চলের ইনস্পেক্টর শ্রীধর বাবুকে এই সঙ্গে সঙ্গে এক গ্রেড কমাইয়া দেওয়াত অনেকে দুঃখিত হইবেন।

—দেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা বৈষ্ণব ও হিন্দু দিগের কয়েকটি উৎসব কথকথা ও সংকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু দিগের কিছু গ্রহন করুন না করুন তাঁহাদিগের হিন্দু দিগের মনটি যেন থাকে।

—মহিসুরের গরুর গাড়ীর উপর কর হইতেছে, প্রত্যেক গাড়ি খানে দুই টাকা করিয়া কর দিতে হইবে।

—মধ্য প্রদেশের কাছারিতে ৫টি ভাষা প্রচলিত আছে, যথাঃ উর্দ্দু হিন্দি মহারাটি, উড়িয়া ও তেলুগু।

—বেঙ্গালি একখানি আমেরিকান পত্র হইতে এই গল্পটি দিয়াছেন। আমেরিকায় ব্রিয়ান নামক একটি স্ত্রীলোক কয়েকটি মদের দোকান দার দিগের নামে ইহাই বলিয়া ড্যামেজ পাইবার নিমিত্ত লালিস করে যে তাহারা তাহার স্বামীকে মদ যোগাইয়া তাহায় বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। এই মকর্দ্দমার বিচার দুই দিবস হয় ও পরে ছয় জন দোকানদারে বিরুদ্ধে ৯০০ টাকার ডিক্রি হয়? আমাদের দেশে এই রূপ লালিস চলিলে কত স্ত্রীলোক এত দিন লালিস করিয়া ফেলিতেন।

—অদ্য কয়েক দিবস অতীত হইল, টাকীর বাজারের কএক জন দোকান্দার বস্ত্রাদি আনিবার নিমিত্ত নৌকা যোগে কলিকাতায় যাইতে ছিল। পথমধ্যে হেলেঞ্চা নামক স্থানে একদল নৌকারোহীদস্যু আসিয়া তাহাদিগের নৌকা আক্রমণ করে, এবং প্রহরাদি নানা বিধ অত্যাচার করিয়া তাঁয় সমুদয় অর্থ গুলিন বল পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি নিচয়ের মধ্যে গগন পোদ্দার নামক এক ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; এবং তাহাকে এত প্রহার করিয়াছে, যে তাহার জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিতেছে। উক্ত ব্যক্তির নগদ ও নোটে ১১০ এগার শত টাকা নষ্ট হইয়াছে। এ বিষয় পুলিষে সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফল যাহা হয় পরে লিখিব। পূর্ব্বোক্ত হেলাঞ্চা নামক স্থানে মধ্যে২ এই রূপ ঘটনা হওয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকি কিন্তু প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টের উহার প্রতিকার করণে যত্নাতিশয় দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা সানুনয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থিত যে, উহার প্রতিকার বিধানার্থে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করেন। তাহা হইলে আমাদিগের এপ্রদেশের জন সমূহের কলিকাতা যাইতে আর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেক না।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে ডন জোয়ান নামক এক খানি জাহাজ ৬০০ শত কুলি সমেত পুড়িয়া গিয়াছে।

—সপ্তাহিক পত্র বলেন " পাটনাতে ওহাবি বন্দী দিগের মোকদ্দমার বিষয়ে; ইংরাজী সংবাদ পত্রে নানা প্রকার সংবাদ শুনা যাইতেছে। এক দিন গবর্ণমেণ্ট ওহাবি দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন, আবার অন্য দিনে শুনা যাইতেছে যে তাহা মিথ্যা এক দিন শুনিতে পাই, বন্দী দিগের নামে কি নালিশ হইয়াছে তাহা দ্বিভাষীর দ্বারা তাহাদিগকে জানাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎপরে শুনা যাইতেছে যে, এটি মিথ্যা। এখন শুনিতেছি, ঐ বন্দী ওহাবি দিগকে বিচার পতি দ্বিপ্রহরের সময় তাহাদিগকে নমাজ পড়িতে দিবেন না। ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমরা জানি না।'

বিবিধ।

সম্প্রতি এক জন ইংরাজ রাজস্ব বিভাগে একটি প্রধান চাকুরির প্রার্থনা করায় টেম্বল সাহেব তাঁহাকে মৌখিক প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্ন গুলি ও কর্ম্ম প্রার্থী সাহেবের উত্তর নিচে দেওয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন। গবর্ণমেণ্ট তহবিলে কত টাকা মজুত?

উত্তর। ১৭ কোটি টাকা।

প্র। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতবর্ষে শেশ কর ও স্থানীয় কর বসাইতেছে কেন?

উ। গবর্ণমেণ্টের মোটে টাকা নাই।

প্রশ্ন। ৩৸ হারে ইনকম ট্যাক্স বসান হয় কেন?

উ। অনটন পুরাইবার নিমিত্ত।

প্র। অনটন কত ও কিরূপ।

উ। অনটন দেড় কোটি টাকা। যেহেতু আর বৎসর আয় ৫২ কোটি ও ব্যয় ৫০॥০ কোটি এই দেড় কোটি টাকার অনটন!

প্র। বেশ! গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর ধার করেন কেন?

উ। অসুসসারের নিমিত্ত।

প্র। ধার করিয়া মজুদ করায় লাভ কি?

উ। লাভ, পরম গোবধ।

প্র। উত্তম! বাঙ্গলার লোক সংখ্যা কত?

উ। ৪ কোটি

প্র। বাঙ্গলার রাজস্ব আদায় কত?

উ। ১৭ কোটি টাকা

প্র। আচ্ছা, লোক সংখ্যা ৪ কোটি, রাজস্ব আদায় ১৭ কোটি, লোক প্রতি কত পড়িল ?

উ। দুই টাকা করিয়া।

প্র। বাহবা! অতি উত্তম! সৈনিক দিগের নিমিত্তে বারিক করিতে হইবে তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের টাকা আছে ?

উ। ঢের আছে।

প্র। শিক্ষা বিভাগের নিমিত্ত

উ। মোটে নাই।

প্র। আর একটি প্রশ্ন। বল দেখি।

এই যে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ১৭ কোটি মজুদ আছে ইহা দ্বারা কি হইবে ?

উ। কি হইবে ঠিক বলিতে পারি না পিতৃ শ্রাদ্ধাদি কাজে লাগিতে পারে। কর্ম্মাকাংখী চাকুরী পাইলেন ও প্রশংসা পত্র পাইলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

সত্যবাদী, বারি পুর -লিখিয়াছেন কোন এক স্কুলের পণ্ডিত মাতাল হইয়া এক খানি আস্ত জুত আহার করিয়াছেন। এবিষয় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীদিগকে জানাইবেন।

টাকি নিবাসী—দশ পনর দিন হইল বশিরহাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট টাকীতে একটি সভা করিয়াছিলেন। বশিরহাট স্কুল প্রস্তুতার্থে কিছু টাকা সংগ্রহ করা ইহাঁর উদ্দেশ্য। অনেকে চাঁদার বহিতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা আপনার নষ্ট করিয়া পরের ভাল করেন তাহারা কি রূপ ধরণের লোক? টাকী স্কুলটি মাটি হইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাহারা দৃষ্টিপাতও করেন না, অথচ বশিরহাট স্কুলের জন্য মহা ব্যস্ত! ডেপুটি বাবুর খাতেরের কি মহিয়নী শক্তি!

প্রেরিত।

মহাশয়।

আপনার ১৫ বৈশাখের পত্রিকাতে "এক জন পাঠক" বগুড়ার ডেঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু মাধব চন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের বিচার সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়া আমরা যে কয়েকটি ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিষ দ্বারা হত্যার মোকদ্দমাটির বৃত্তান্ত বিষয়ে তিনি আমাদের কি ভয়ানক ভ্রমই দেখিয়াছেন। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা অসত্য পাঠক মহাশয় এই রূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গিতে বোধ হয় যেন আমরা সত্য সত্যই মিথ্যা লিখিয়াছি কিন্তু সমুদায় পত্র খানি পাঠান্তে দেখা গেল যে একটি অতি সামান্য কথা আমরা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি পুলিশে সংবাদ দিয়া ছিল মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার পত্নী এজেহার দেয়। এই ভাগটুকু যে তাঁহার লেখাই সত্য ও আমাদের লিখিতে মনে পড়ে নাই তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব। কাহার ও নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে আমাদের উদ্দেশ্য এই যে অবিচার না হয় এবং তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমরা কাগজে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা "এক জন পাঠকের" নিকট বাধিত থাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম যদি তিনি আমাদের ভ্রান্ত গুলির আর ও ভুল বহির করিতে পারিতেন ও বিচার যে ঠিক হইয়াছিল ইহা জানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি যে ভুল দেখাইয়াছেন তাহা ভুল নহে বলিলেও বলা যায়। যাহা হউক যদি ঐটি দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ও তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন, কিন্তু তাহা না হইয়া বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আসাতে নিতান্ত অব্যবসায়ীর ন্যায় আইনের ভুল ধরিতে চেষ্টা করাতে তিনি আমাদের ও সাধারণের অশ্রদ্ধার পাত্র ভিন্ন কি হইতে পারেন? তাঁহার ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি যেন বাবু মাধব চন্দ্রকে লোক লজ্জা ও নিন্দার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। অন্যায় রূপে কোন ব্যক্তির নিন্দা করিলে সাধারণের কর্ত্তব্য কার্য্যই বটে যে নির্দ্দোষী ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করে। কিন্তু সকল কার্য্যেরই অবস্থা বিচার করিতে হয়। বাস্তবিক ভ্রমাত্মক কার্য্যকে ভাল ও দোষ শূন্য বলিতে গেলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। আপনার ঐ "এক জন পাঠক" ভিন্ন অন্য যে সকল পাঠক তাঁহার লেখাও আমাদের প্রকাশিত মোকদ্দমার অবস্থার বিষয় পাঠ করিযাছেন তাঁহারাই "এক জন পাঠকের" ভুল দেখিতে পাইয়াছেন। সম্পাদকবর আপনার পাঠককে কিছু বলিব কি, তাহার ভঙ্গী দেখে ভয় করে। তিনি এরূপ দেখাইয়াছেন যেন আইন ইত্যাদি সকলই বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কি তাঁহার ভান মাত্র নহে? আমি কোন এক বিষয়ের সংবাদ পুলিশে দিলে তাহা পুলিশ বিশেষ তদন্ত না করিয়াই মিথ্যা বলিলেন। স্ত্রী ঐ বিষয়েরই এক মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটিতে করিতে রিতি মত বিচারান্তে ডিসমিস হইল। এ অবস্থায় যদি ২১১ ধারা ও ভাল বিচক্ষণ অন্যান্য ব্যক্তির অনুষ্ঠান না খাটে তবে কোন সময়ে খাটিবে? যদি আপনার পাঠক মহাশয়ের বাটিতে চুরি হয় ও তিনি স্বয়ং পুলিশে সংবাদ দিলে পর পুলিশ তদন্তে মিথ্যা বলে এই সময়ে যদি পাঠক মহাশয়ের ভাই বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ চুরির অভিযোগ করেন এবং যদি বিচারান্তে চুরি সত্য প্রমাণ হয় ও চোরের দণ্ড হয় তথাপি কি পাঠক মহাশয় ইনফরমেসন দিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পুলিশে দণ্ড দেওয়াইতে পারে? সম্পাদক মহাশয় আমার আর লিখিবার আবশ্যক নাই পুলিশের নিকট খাটি সংবাদ দিয়াছিল ও সেই বিষয়েরই মোকদ্দমা স্ত্রী মাজিষ্ট্রিটিতে করিতে যদি দুইটি পৃথক মোকদ্দমা হয় ও ২১১ ধারা খাটে না তবে কি ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ বিষ দাতাকে দণ্ড দিলেও পুলিশে সংবাদ দিয়াছিল যে স্বামী তাহার তখনি দণ্ড হইবে! আপনার পাঠকের তর্ক যদি শুনিতে হয় ও যদি তাঁহার মতে বিচার কার্য্য চলে তবে অল্প দিন মধ্যেই দেশ ছারখার হইবে সন্দেহ নাই। পাঠক মহাশয়, আইনের ভুল ধরিবার অগ্রে ব্যবস্থা আদি পড়া উচিত। যদি আপনি না জানেন তবে কেন এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন আপনার লেখাতে জানা যায় যে আপনি সমুদায় নথীটি দেখিয়াছেন আমাদের মত বাহির হইতে উকি ঝুকি মারেন নাই আহা আপনি নথীটি এত পুংঙ্খানুপুংঙ্খ রূপে দেখিতে পারিলেন ঐ সময়ে জজ সাহেবের রায়টা কি আপনার চক্ষুতে ঠেকিল না? যদি আমাদের আইন জ্ঞান নাই বলেন বলুন জজ সাহেবের ও কি আইন জ্ঞান নাই? যদি আপনি জজ সাহেবের রায়টি পড়িতেন ও হাইকোর্টের নজীর দেখিতেন আবার যদি বাবু রাম কুমার বসুর প্রণীত দণ্ডবিধি খানা একটু দেখিতেন তাহা হইলে সেজে গুজে সাধারণের কাছে এমন অভ্রম ও অপদস্থ হইতেন না। বোধ করি আপনার ও দোষ নাই কারণ বাবু মাধব চন্দ্র উক্ত মোকদ্দমা সপক্ষে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন আপনার পত্র খানি যেন তাহাই দেখিয়া লেখা হইয়াছে। ঐ কৈফিয়ৎই বোধ হয় আপনাকে ভুলাইয়াছেন। বোধ করি আমার পত্রিকা খানি পাঠে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না কারণ ইহাতে আপনার অনেক ভ্রম সংশোধন হইবে তদ্দারা আপনি যেন জানিতে পারিবেন যে আপনার তর্ক গুলি ভ্রম পূর্ণ। মাধব চন্দ্র বাবুর কৈফিয়ৎটি ও ঐ রূপ। অদ্য এই খানেই বেদ ব্যাসের বিশ্রাম করা যাউক বোধ করি আপনি ইহাতে আর কোন উচ্চবাচ্য করিবেন না। [পত্র প্রেরক স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন]

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালী কর্ম্মখালী কর্ম্মখালী।

এতদ্বারায় নিলের কুঠির কর্ম্ম উপযুক্তব্যক্তিদিগের জানান যাইতেছে যে জিনি কোন প্রকাস্য নিলের কুঠিতে বহুদিবস কর্ম্ম করিয়া নিল তৈয়ার করাইবার বিষয়ে ও তদ সম্পর্কিয় কুঠির কর্ম্ম চালাইবার বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন এমত এক জনা ব্যক্তি নিলের কুঠির মেনে জরি কর্ম্মজন্য ও দ্বিতীয় একজনা ব্যক্তি নিলের জমি আবাদ ও ওতাহার ক্ষেত পরিক্ষা ও তাহার বৃক্ষ বিধি পুর্ব্বক তৈয়ার করিতে পারিবার উপযুক্ত জমাদারি কর্ম্মজন্য ও তৃতীয় এক জনা ব্যক্তি নিলের রং প্রকৃত ও উত্তম রূপে তৈয়ার করিতে পারিবার উপযুক্ত রঙ্গের মিস্ত্রির কর্ম্ম জন্য, সহর বালেশ্বরের সন্নিকটস্থ নিলের কুঠিতে আবস্যক হইয়াছে, ও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির মাসিক বেতন ৫০ টাকা ও তদ সেওয়ায় তাঁহার যোগ্যতা ও কুঠির উন্নতি অনুশারে সঠীক মোনাকার সতকরা প্রতি ১ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত কমিসন পাইবেন ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মাসিক বেতন ১৬ টাকা ও তৃতীয় ব্যক্তির মাসিক বেতন ৩০ টাকা ও এতদ সেওয়ায় তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও কুঠির উন্নতি অনুশারে তাহাদিগের বেতনও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। উপরোক্ত কর্ম্ম সকলের জন্যযে২ ব্যক্তিরা প্রার্থিত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগের দরখাস্ত ও তদ সহিতে স্বস্ব বিদ্যা আদির প্রশংসা পত্র নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট সন ১৮৭১ সালের আগত জুলাই মাহার ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরন করিবেন ও তাঁহাদিগের কর্ম্ম স্থানে আসিবার উচিত যাহা খরচ জন্য আপন দরমাহা হইতে কিছু টাকা অগ্রিম প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে সে টাকা তিনি তাঁহার বাস স্থানের সন্নিকটস্থ কোন জানিত কিম্বা সরকারি কর্ম্ম কারক ব্যক্তির দ্বারায় লইতে পারিলে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে

শ্রীগোলক চন্দ্র বসু, কাজি বাজার কটক

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃকনূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ রক্ষা বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা, মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ।৬ টাকা ডাক মাশুল ৵আন আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবে। ইতি

বহরম পুর
সত্যরত্ন যন্ত্র } রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDUR
BEING ACT XXV OF 1861
AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circula rs the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

Babú Bunco Bihari Mitter,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসা নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অর্থাৎ

ধর্ম্মজয় উপাখ্যান। সুললিত ভাষায় নীতি গর্ভ উপন্যাস। এই যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল /০

শ্রীকৈলাস চন্দ্র চন্দ।

মৎ প্রণীত "ভুগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ ভাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেপারে।

মূল্য ৸৶ আনা মাত্র।

ভবানিপুর জগুবাবুর বাজার
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক
৭ই জানুয়ারি ১৮৭০। } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারিনিকটনীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গ্রহিণ রোগের ঔষধ এক ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
মেহে র পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর। বেজপাড়া।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলেশত করা ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচ
অমৃতবাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়েছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ন র ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্প ঘাত।

মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার।

এই পত্রিকার

বাবদ বরাৎ চিঠি মান অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেম সুকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি. এ বি. এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি. এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১।।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১।।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও তদধিক বার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।